গবেষণার সারসংক্ষেপ (Synopsis)

১. গবেষণা প্রকল্পের শিরোনাম (Title of the Research Work)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমকালীন ও পরবর্তী বাংলা নাটকে বাসস্থানের সংকট ও সমাধান : একটি পর্যালোচনা (১৯৪০-১৯৮০)

২. বিষয় বিবরণী (Statement of the Problem/area of the Subject)

দুই বিশ্বযুদ্ধে ভারতবর্ষ প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ না করলেও ব্রিটিশদের উপনিবেশ হওয়ার সুবাদে ভারতবর্ষের বাতাসও বারুদের গন্ধে ভারাক্রান্ত হয়েছিল। জাপানি যুদ্ধ বিমান হানার ভয়ে আলোর চোখে কালো ঠুলি পরিয়ে নিকষ কালো অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে থাকতে হয়েছিল ভারতবর্ষের মানুষকে। শুধু তাই নয় সমগ্র বিশ্ব জুড়ে ক্ষমতার লালসায় উন্মত্ত আগ্রাসনী শক্তির প্রতিভূ যারা, তাদের হয়ে যুদ্ধ করতে হয়েছিল ভারতীয়দের। দাসত্বের শৃঙ্খলে বন্দি ভারতবাসীর একের পর এক ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তি প্রস্তরে আঘাত হেনে অন্যায় অত্যাচারের প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠেছিল। সমগ্র দেশ জুড়ে এক অস্থির অবস্থা। যুদ্ধের প্রয়োজনে খাদ্য সরবরাহের ফলে চালের দাম হু হু করে বাড়তে থাকল, শুরু হল আড়তদার মজুতদারদের কালোবাজারি। সাধারণ মানুষের দুবেলা দুমুঠো খাবার জোগাড় করা অসম্ভব হয়ে উঠল। গ্রাম বাংলার সে এক ভয়ানক পরিস্থিতি। দুটো খাবারের আশায় গ্রামের পর গ্রাম উজাড় করে শহরের রাজপথে একটু ফ্যানের জন্য ভিক্ষুকের মতো দরজায় দরজায় ঘুরতে থাকল। কলকাতার রাজপথে মুড়ি মুড়কির মতো মানুষ মরতে থাকল। একদিকে দুর্ভিক্ষ, মন্বন্তর, মহামারী মানুষের অস্তিত্বের সংকট করে তুলতে না তুলতেই মরার উপর খাঁড়ার ঘায়ের মতো ভারতবর্ষ দু' টুকরো হয়ে গেল। স্বাধীনতা এল কিন্তু সাধারণ মানুষের দুর্দশা আরও বাড়ল। যে হিন্দু মুসলমান এতদিন ভাই ভাই হয়ে পাশাপাশি সুখে শান্তিতে বসবাস করছিল আজ সেই হিন্দু মুসলমানের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিভীষিকা চরমে উঠল। পূর্ব পাকিস্তান থেকে দল বেঁধে হিন্দুরা প্রাণের ভয়ে ভিটেমাটি ছেড়ে, উদ্বাস্তু হয়ে ভারতবর্ষে আসতে থাকল। দেশভাগ আমাদের সমাজকে অভাবনীয় দুর্যোগের সম্মুখীন করল। সাধারণ মানুষের শান্তিপূর্ণ জীবন বিধ্বস্ত হওয়ার সাথে সাথে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা তলানিতে এসে ঠেকলো। বাংলাদেশ থেকে হিন্দুরা প্রাণের ভয়ে নিজেদের ভিটেমাটি ছেড়ে আশ্রয় নিল স্টেশনে, প্লাটফর্মে, রাস্তায়, রিলিফ ক্যাম্পে।

দেশভাগ লক্ষ লক্ষ শরণার্থীর অশেষ দুর্ভোগ পারিবারিক জীবনের শালীনতা, আব্রুকে ধুয়ে মুছে সাফ করে দিল।

ভারতবাসীর জীবনে মনুষ্যত্ব ও মূল্যবোধকে ভেঙ্গে তছনছ করে স্বাধীনতা এল। অর্থনৈতিক, সামাজিক, পারিবারিক জীবনের বিধ্বস্ততা, শুধুমাত্র বেঁচে থাকার জন্য ছিন্নমূল জনজীবন নতুন বৃত্তির সন্ধানে গ্রাম থেকে শহরে এল। মাঠে সোনার ফসল ফলানো ছিল যার বৃত্তি সে হল জুটমিল, কারখানার শ্রমিক। এখানেও থেমে থাকেনি জীবনযন্ত্রণা, মালিক পক্ষের শোষণে অত্যাচারে জর্জরিত শ্রমিকরা শ্রমিক আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে প্রতিবাদে মুখর হতে আরম্ভ করল।

এই সময় পর্বে যে সমস্যাটি সবথেকে বেশি এবং গভীর ভাবে মানুষের মর্মে আঘাত হেনেছিল তা হল বাসস্থানের সংকট। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, মন্বন্তর, মহামারী, দেশভাগ এবং কালোবাজারি মানুষকে বিবশ করে বাধ্য করেছিল ঘর ছাড়তে। বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় তিনটি জিনিস অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান এর সবগুলিরই অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছিল সাধারণ মানুষের জীবনে। আর এই অনিশ্চয়তা মানুষকে ঠেলে দিয়েছিল আরও এক সংগ্রামের মুখে। নিজের অস্তিত্ব বাঁচিয়ে রাখার তাগিদে জীবনযাত্রায় আসে আমূল পরিবর্তন। এই পরিবর্তনের ছোঁয়া লেগেছিল বাংলা নাটকেও। গতানুগতিক কাহিনি ও আঙ্গিক ছেড়ে নাট্য আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে জ্বলন্ত সমস্যাকে নাটকের মূল উপজীব্য করে নাট্যকার তুলে ধরলেন মঞ্চে। রচনা হল একের পর এক জ্বালামুখী নাটক। তাই এই অনালোচিত বিষয়টিতে আলোকপাত করাই আমার লক্ষ্য।

৩. ইতিপূর্বে এ বিষয়ে আলোচনা বা গবেষণা কর্মের সংক্ষিপ্ত রূপরেখা (A brief Over-view of Literary Work already done in area of the Proposal)

ইতিপূর্বে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা নাটকে বাসস্থানের সংকট ও সমাধান এই বিষয়টি নিয়ে কোনো গবেষণা না হলেও কয়েকটি গবেষণা পত্রে এই বিষয়টির উল্লেখ রয়েছে যেমন-কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগের গবেষক উত্তরা চৌধুরী তার গবেষণামূলক প্রবন্ধ "দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষিতে বাদল সরকারের নাট্যকর্ম" এ বাদল সরকারের নাটকের পটভূমি হিসেবে এই সময় পর্বের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থা কথা উল্লেখ করেছেন।

আবার উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের গবেষক প্রসাদ চন্দ্র রায় তার গবেষণাপত্র "উৎপল দত্তের নাটকে প্রতিবাদী চেতনা"- র 'বাংলা প্রতিবাদী নাটকের ধারা' অধ্যায়তে বিশ্বযুদ্ধোত্তর দেশকাল সমাজ প্রসঙ্গে দেশভাগ, মন্বন্তর ও উদ্বাস্তু সমস্যার কথা সংক্ষেপে উল্লেখ করেছেন।

এছাড়াও ব্যক্তিগত ভাবে-

১) গণনাট্যের নবান্ন: পুনর্মূল্যায়ন; দর্শন চৌধুরী বামা পুস্তকালয় কলকাতা।

২) বিজন ভট্টাচার্য নবান্ন, প্রমা প্রকাশনী; কলকাতা ।

৩) ডঃ সনাতন গোস্বামী সম্পাদিত; তুলসী লাহিড়ীর ছেঁড়া তার; জাতীয় সাহিত্য পরিষদ।

৪) স্নিগ্ধা বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত সলিল সেনের নতুন ইহুদী; দে'জ পাবলিশিং।

৫) থিয়েটারওয়ালা- উৎপল দত্ত; দর্শন চৌধুরী ; পুস্তক বিপণি।

৬) বাংলা নাটক ১৯৪০-৬০ আর্থসামাজিক দৃশ্যপট ; ডঃ মানসী জামান; জগৎ মাতা পাবলিশার্স ইত্যাদি গ্রন্থে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও তার পরবর্তী সময়ে দেশভাগ, মন্বন্তর, উদ্বাস্তু সমস্যার কথা আলোচনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করলেও এই সময়ের সবচেয়ে বড় যে সমস্যা দেখাদিয়েছিল সে বিষয়ে বিশেষ আলকপাত কেউই করেননি। কিন্তু এটি একটি অতন্ত্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। একটি জাতির সামাজিক সাংস্কৃতিক বিবর্তন ঘটেছিল এই সমস্যার মধ্যে দিয়ে। এই অনালোচিত বিষয়টি নিয়ে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম গবেষণা শুরু হবে।

৪. গবেষণা প্রকল্প (Research Hypothesis)

প্রস্তাবিত বিষয়টিকে আমরা পাঁচটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করে সিদ্ধান্তে পৌঁছনোর কথা ভেবেছি। অধ্যায়গুলি নিম্নে উল্লেখিত হল।

৫. গবেষণা প্রকল্পটির অধ্যায় বিন্যাস (Chapterisation)

ভূমিকা

প্রথম অধ্যায় – সমসাময়িক প্রেক্ষিত : সাধারণ মানুষের সংকট

দ্বিতীয় অধ্যায় – প্রাকৃতিক বিপর্যয় : বাসস্থানের সংকট

তৃতীয় অধ্যায় – দেশভাগ : উদ্বাস্তু মিছিল

চতুর্থ অধ্যায় - অর্থনৈতিক মন্দা : কালোবাজারির করাল গ্রাস

পঞ্চম অধ্যায় - রাজনৈতিক অনুষঙ্গ : ছিন্নভিন্ন জীবন

ষষ্ঠ অধ্যায় - শ্রেণি সংগ্রাম : উত্তরণের প্রচেষ্টা

উপসংহার

গ্রন্থপঞ্জি

ভূমিকা

ভূমিকাংশে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমি ও বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশ পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করা হবে এবং বাংলা নাটকে বিশ্বযুদ্ধের কি প্রভাব ছিল সে বিষয়ে আলোচনা করা হবে।

প্রথম অধ্যায়

সমসাময়িক প্রেক্ষিত : সাধারণ মানুষের সংকট

দুর্বলের উপর সবলের অত্যাচারের ইতিহাস অতি প্রাচীন। দুশো বছর ধরে ব্রিটিশদের দ্বারা শাসিত, অত্যাচারিত, নিপীড়িত হতে হতে ভারতবাসীর ধৈর্য চ্যুতি হয়েছিল। সমস্ত রকম সরকারি সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত, কর্মক্ষেত্রে, আইন ব্যবস্থায়, ব্রিটিশ সরকারের বৈষম্য ভারতবাসীকে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তে বাধ্য করেছিল। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে মুখরিত হয়ে উঠে আপামর ভারতবাসী। বিদেশী দ্রব্য বয়কট, স্বদেশী আন্দোলন, দেশীয় শিল্পজাত দ্রব্যের প্রচার এবং প্রসার। এছাড়াও অসহযোগ আন্দোলন, আইন অমান্য আন্দোলন ইত্যাদি নানা ব্রিটিশ বিরোধী কার্যকলাপ সরকারকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছিল। এই আন্দোলনকে দমন করার জন্য ব্রিটিশ সরকার বিপ্লবী নেতাদের কারারুদ্ধ করে তাদের উপর নির্মম অত্যাচার চালিয়েছে। সাধারণ মানুষও রেহাই পায়নি, দিনের পর দিন তাদের অকথ্য অত্যাচার মুখবুজে সহ্য করতে হয়েছে। মেয়েদের সুরক্ষার কোনো নিশ্চয়তা ছিল না। সেই সময় স্বাধীন মতপ্রকাশের কোনো সুযোগ ছিল না সরকার বিরোধী কথা বললেই শাস্তি ছিল কারাদণ্ড অথবা মৃত্যুদণ্ড। সাধারণ মানুষকে বঞ্চনা করে, দুর্বল দেশবাসীদের স্বাধীনতা থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে সাহিত্যের মধ্যেও হস্তক্ষেপ করে ছিল ব্রিটিশ সরকার। বিভিন্ন আইন করে ভারতবাসীর কণ্ঠ রোধ করেছিল।

ব্রিটিশ সরকারের শোষণ, নিপীড়ন থেকে মুক্তি পেতে গান্ধীজীর নেতৃত্বে সমগ্র দেশ অহিংস আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। পরাধীনতার শৃঙ্খলে অনাহার-অর্ধাহারে জীবন কাটিয়েছে ভারতবাসী। অতিরিক্ত রাজস্ব সাধারণ মানুষের দুঃখ কষ্টের জীবনকে আরো বেশি দুর্বিষহ করে তুলেছিল। পর পর দুটি বিশ্বযুদ্ধের অপূরণীয় ক্ষতি, অর্থনৈতিক মন্দা, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা জনজীবনে বিশেষ প্রভাব

ফেলেছিল। শিক্ষার অভাব, খাদ্যাভাব, বেকারত্ব, ছিল এই সময়ের জ্বলন্ত সমস্যা। এই পর্বে রচিত সাহিত্যের মধ্যে এবং বিশেষ করে নাটকে সাধারণ মানুষের যে দুর্দশার কথা আছে সে বিষয়ে নিয়ে আলোচনা করা হবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রাকৃতিক বিপর্যয় : বাসস্থানের সংকট

আমাদের যা কিছু প্রয়োজন সবই প্রকৃতির দান। নিজের সন্তানকে মা যেভাবে লালন কর, প্রকৃতিও ঠিক একই ভাবে সমগ্র জীবজগতকে নিজের ছায়ায় লালন করে চলে। কিন্তু প্রকৃতি কখনও কখনও তার মাতৃস্বরূপ কল্যানী রূপ ছেড়ে সংহাররূপী ভয়ঙ্কর মূর্তি ধারণ করে। মানুষের তখন অসহায় জীবের মতো আর্তনাদ করা ছাড়া অন্য কোনো উপায় থাকে না। বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে সাথে প্রকৃতির ভারসাম্যকে আমরা নষ্ট করে ফেলছি, আর এই ক্ষতির ফলস্বরূপ দেখা দেয় প্রকৃতির বিরূপতা। কখনো বন্যা, কখনো খরা, কখনো সাইক্লোন প্রভৃতি নানা দুর্যোগ। এই রকমই এক দুর্যোগের শিকার হয়েছিল সমগ্র বাংলা। ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দের সাইক্লোন বাংলার বিস্তীর্ণ জনপদ ধ্বংস করে ফেলেছিল। মাঠ ভরা ধান ডুবে যায়, বন্যার জলে ঘরবাড়ি ভেসে যায় খড়কুটোর মতো। সমগ্র বিশ্বজুড়ে তখন চলছে বিধ্বংসী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দামামা। সাধারণ মানুষ ভয়ে তটস্থ। যুদ্ধকালীন সময়ে চালের দাম ক্রমশ বাড়তে থাকল, বন্যায় ডুবে গেল মাঠের ফসল, দেখা দিল খাদ্যাভাব। সাধারণ মানুষের নাজেহাল অবস্থা, দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটে চলল শহরে খাবারের আশায়, কিন্তু সেখানেও নৈব নৈব চ। ঘর ছেড়ে, ভিটেমাটি ফেলে, বাস্তুহারা হয়ে ভিক্ষুকে পরিণত হল মানুষ। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের শিকার হয়ে সাধারণ মানুষ অদৃষ্টের হাতের পুতুল হয়ে রাস্তায় ভিক্ষুকে পরিণত হল। খাবারের অভাবে মানুষ মুড়ি-মুড়কির মতো মরতে থাকল রাজধানীর রাস্তায়। বিশ্বযুদ্ধ, দেশভাগ, মন্বন্তর, দুর্ভিক্ষ মানুষের বাসস্থানের সংকট তৈরি করেছিল তার একটি অন্যতম কারণ ছিল প্রাকৃতিক বিপর্যয়। বাংলা নাটক এই দুর্যোগে ঘর ছেড়ে মানুষের কাঙ্গাল হওয়ার দলিল লিপিবদ্ধ করে রেখেছে ‘নবান্ন’, ‘তেরশো পঞ্চাশ’ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য নাটকের মধ্য দিয়ে। এই অধ্যায়টিতে আমরা প্রাকৃতিক বিপর্যয় কিভাবে বাসস্থানের সংকট তৈরি করেছিল সে বিষয়ে আলোচনা করব।

তৃতীয় অধ্যায়

দেশভাগ : উদ্বাস্তু মিছিল

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৫ ই আগস্ট ভারতবর্ষের স্বাধীনতা দিবস। দীর্ঘ ২০০ বছরের পরাধীনতার শিকল ভেঙ্গে মুক্তির নিঃশ্বাস প্রাণভরে নেবার আগেই ব্রিটিশ সরকার দ্বিজাতিতত্ত্বের উল্লেখ করে, জাতিগত ভিন্নতা দিয়ে ভারতবর্ষকে দু'টুকরো করে স্বাধীনতা দিল। হিন্দুদের জন্য হিন্দুস্থান আর মুসলমানদের জন্য পাকিস্তান। এই পার্টিশনের সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়েছিল বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের মধ্যে যার পরিণতি ছিল মর্মান্তিক। জাতিগত দিক থেকে পূর্ববঙ্গ অর্থাৎ অধুনা বাংলাদেশের মুসলিমের সংখ্যাধিক্য থাকায় এটি পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। সেইসময় জাতিগত ভেদাভেদ হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতির সাদা চাদরে রক্তের রঙে লাল হয়েছিল। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, হানাহানি পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের উপর হওয়া অকথ্য অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে ভিটেমাটি ঘরদোর ছেড়ে উদ্বাস্তু হয়ে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসতে থাকে লক্ষ লক্ষ মানুষ। এক রাতের মধ্যে দেশ আলাদা হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে মানুষের জীবন আমূল বদলে গেল। দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করা জন্মভূমি ছেড়ে বোচকা পুটুলিতে সাজানো সংসার বেঁধে পাড়ি দিয়েছিল অনিশ্চিত অন্ধকার জীবনের দিকে। শুধুমাত্র প্রাণের তাগিদে নয়, মা বোনের ইজ্জত বাঁচাতে বাধ্য হয়ে দেশ ছাড়তে হয়েছিল পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের। এই মর্মান্তিক ঘটনা এখানেই থেমে থাকেনি, বাংলাদেশ থেকে সর্বস্বান্ত, রিফিউজি হয়ে আশ্রয় নিতে হয়েছিল রেলস্টেশন, রিলিফ ক্যাম্প অথবা গাছ তলায়। দেশভাগের পর সাধারণ মানুষের দুর্বিষহ অনিশ্চিত জীবনের ছবি রয়েছে সলিল সেনের 'নতুন ইহুদী', দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাস্তুভিটা', ঋত্বিক ঘটকের 'দলিল', শশিভূষণ দাশগুপ্তের 'দিনান্তের আগুন' ইত্যাদি নাটকে। এই সময় বাসস্থানের সংকট সবচেয়ে চরম সমস্যা হয়ে উঠেছিল। কিভাবে বাসস্থানের সংকট মানুষের জীবনকে বদলে দিল তারই আলোচনা করা হবে এই অধ্যায়ে।

চতুর্থ অধ্যায়

অর্থনৈতিক মন্দা : কালোবাজারির করাল গ্রাস

পঞ্চাশের মন্বন্তরে প্রাকৃতিক দুর্যোগের ভূমিকা যতটা না ছিল তার চেয়েও অনেক বড় ভূমিকা ছিল ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিলের। দুই বাংলায় দুর্ভিক্ষের করালগ্রাস সবচেয়ে বেশি ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন জাপানিরা বর্মা তথা বর্তমান মায়ানমারে অনুপ্রবেশ শুরু করলে ব্রিটিশ সরকার সিদ্ধান্ত নেয় যাতে করে জাপানি সেনা কোনরকম খাদ্যের যোগান না পায়। সেইজন্য ব্রিটিশ সরকার মায়ানমার সংলগ্ন বিস্তীর্ণ এলাকার ধান পুড়িয়ে দেয় এবং গুদামে মজুত করা চালও নষ্ট করে দেয়। দেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশি পরিমাণে ধান উৎপাদন হয় পশ্চিমবঙ্গে কিন্তু সবচেয়ে বেশি ধান উৎপাদন হয় সত্ত্বেও বাংলায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল। এই দুর্ভিক্ষের পিছনে আরও একটি কারণ ছিল সেই সময় লক্ষ লক্ষ টন চাল সেনাবাহিনীর জন্য ইংল্যান্ডে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। যদিও সেখানে সেনাবাহিনীর জন্য খাদ্যের অভাব ছিল না। ব্রিটিশ সরকারের এই অতিরিক্ত চাল রপ্তানি করার ফলস্বরূপ বাজারে চালের চাহিদার সাথে সাথে দামও হু হু করে বাড়তে থাকে। সাধারণ মানুষের পক্ষে এত দাম দিয়ে চাল কিনে খাওয়া সম্ভব ছিল না। অসহায় করুণ অবস্থা হল বাংলার মানুষের। অস্থিচর্মসার কঙ্কালের দল শহরে স্রোতের মতো ভেসে আসলো দুটো ভাতের আশায়, কিন্তু কালোবাজারি, আড়তদার, মজুতদারদের চোরাকারবার কাতারে কাতারে মানুষকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছিল। ঘর ছেড়ে শহরের রাস্তায় আসা কঙ্কালসার মানুষের দল অপুষ্টির শিকার হয়ে খাবারের অভাবে বিনা চিকিৎসায় মারা গেল পথে ঘাটে। এই সময় আমেরিকা ও কানাডা ভারতবর্ষকে খাদ্য ও প্রয়োজনীয় ওষুধ দিয়ে সাহায্য করতে চেয়েছিল কিন্তু সেই সাহায্য নিতে দেওয়া হয়নি চার্চিলের নির্দেশে। লক্ষ লক্ষ লোক দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাসে প্রাণ হারালো যার মধ্যে শিশু, যুবক এবং বৃদ্ধের সংখ্যা ছিল সবচেয়ে বেশি। কিছু মানুষ নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য কয়েক লক্ষ প্রাণের বলি চড়িয়েছিল। এই মন্বন্তরের পটভূমিতে লেখা 'ছেঁড়া তার', 'নবান্ন', 'জননেতা' ইত্যাদি নাটক। মন্বন্তর সাধারণ মানুষের জীবনে কী প্রভাব ফেলেছিল এবং তার পরিণাম কি হয়েছিল তারই আলোচনা করা হবে এই অধ্যায়ে।

পঞ্চম অধ্যায়

রাজনৈতিক অনুষঙ্গ : ছিন্নভিন্ন জীবন

একদিকে সমগ্র বিশ্ব জুড়ে বেজে চলেছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দামামা আর অন্যদিকে দীর্ঘদিন ধরে ব্রিটিশদের গোলামীকে অস্বীকার করে ভারতছাড়ো স্লোগানে মুখরিত হয়ে উঠেছিল সমগ্র দেশ। ঘরে-বাইরে বিশৃঙ্খল অবস্থা, ব্রিটিশ সরকার কিছুটা বাধ্য হয়েই ভারতকে স্বাধীনতা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু বহু প্রতীক্ষিত স্বাধীনতা এসেছিল দেশভাগের কালো অভিশাপ নিয়ে। জাতিগত ভিন্নতা দিয়ে ভারতবর্ষকে দুই ভাগ করে দেওয়া হয়। রাজনৈতিক চাপানউতোর এবং কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মতানৈক্য হিন্দু-মুসলমানের সংখ্যার ভিত্তি দিয়ে ভারতবর্ষ দুটুকরো হয়ে যায়। যার পরিণাম ছিল মর্মান্তিক এবং করুণ। দুই দেশ থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষ দেশ ছাড়তে বাধ্য হল। পাকিস্তানের হিন্দুরা ভারতে আসতে শুরু করে উদ্বাস্তু হয়ে। হিন্দুস্তান থেকে মুসলমানরা চলে যেতে থাকে পাকিস্তানে, কিন্তু দেশ ছাড়ার বিষয়টি এতটাই সহজ ছিল না। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে প্রতিশোধের আগুন জ্বেলে ছিল। সেই প্রতিশোধের আগুনে আহুতি হয়েছিল লক্ষাধিক মানুষ। পাকিস্তানের লাহোর থেকে হিন্দু বোঝাই ট্রেন যখন পাঞ্জাবে পৌঁছাল তখন পুরো ট্রেন থেকে রক্তের ধারা বইছে পুরো ট্রেন রক্তাক্ত লাশে ভর্তি। আর এই ঘটনার প্রতিশোধ নিতে হিন্দুরাও মুসলমানদের হত্যা করতে শুরু করল। আরম্ভ হল হত্যালীলা। সাধারণ নিরপরাধ মানুষ পারস্পরিক হিংসার শিকার হয়। এই ধ্বংসলীলার জন্য দায়ী ছিল সেই সময়কার রাজনৈতিক নেতাদের সিদ্ধান্ত। যে সিদ্ধান্ত সাধারণ মানুষের জীবনকে এলোমেলো করে দিয়েছিল। এই অধ্যায়ে রাজনৈতিক হিংসা কি প্রভাব ফেলেছিল সাধারণ মানুষের মধ্যে এবং এই পর্বে গৃহীত রাজনৈতিক সিদ্ধান্তগুলি স্বাধীন ভারতের পরবর্তী সময়ে রাজনীতিতে যে প্রভাব বিস্তার করেছিল তারই আলোচনা করা হবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

শ্রেণি সংগ্রাম : উত্তরণের প্রচেষ্টা

বিশ্বযুদ্ধোত্তর বাংলা নাটকের পটভূমি হিসাবে শ্রেণিসংগ্রাম একটি অন্য মাত্রা যোগ করেছে বাংলা নাটকের কাহিনিতে। বিশ্বযুদ্ধ, দেশভাগ, মন্বন্তর এইসব প্রতিকূলতা

কাটিয়ে উঠতে সাধারণ মানুষ বৃত্তির পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়। অনেক মানুষ ঘরবাড়ি ছেড়ে শহরের কারখানায় শ্রমিকের কাজ নিয়ে রুজি রোজগার জোগাড় করেছে। শুধুমাত্র কারখানার শ্রমিকই নয়, ভাগচাষি কৃষক, কয়লাখনির মজুর সবাই জোতদার, জমিদার, মালিকপক্ষের শোষণের শিকার হয়েছে। অন্যায়ভাবে, ঠকিয়ে মালিকপক্ষ কখনো তাদের ফসল বাজেয়াপ্ত করেছে, কখনও ভিটেমাটি নিলাম করেছে মিথ্যা দেনার দায়ে আবার কখনো অতিরিক্ত স্বার্থসিদ্ধির জন্য খাদানে চাপা পড়া মৃত শ্রমিকের মৃতদেহ লোপাট করেছে। মুখে সহমর্মিতার মুখোশ এঁটে প্রতিনিয়ত শোষণ করে চলেছে দরিদ্র ও শ্রমিকদের। যুগ যুগ ধরে দুর্বলের উপর সবলের অত্যাচার চলে আসছে কিন্তু এই শোষণ অত্যাচারে জর্জরিত সাধারণ মানুষ সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে প্রতিবাদ করে। ঘুরে দাঁড়ায় এক নতুন সূর্য উদয়ের জন্য। শাসক শক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে নিজেদের প্রাপ্যটুকু ছিনিয়ে নিতে শেখে নিম্নবিত্ত শ্রেণির মানুষরা। 'দেবী গর্জন', শিবের অসাধ্যি', 'নেকড়ে', ইত্যাদি নাটকে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে প্রতিবাদে মুখর হতে দেখা যায়। মহাজন অথবা কারখানার মালিকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে গিয়ে সাধারণ মানুষ বুঝতে পেরেছিল একা একা লড়াই করে কিছুতেই দুঃখ-দুর্দশা দূর হবে না। তাই সবাইকে এক হয়ে লড়াই করতে হবে। শ্রমিক, কৃষক, মজুরদের সংঘবদ্ধ হয়ে প্রতিবাদ করার বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে বাংলা নাটকে এবং নিজেদের সমস্যা থেকে উত্তরণের চেষ্টা করেছে এই শ্রেণির মানুষরা। এখানে এই নাটকগুলির পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করা হবে ।

উপসংহার

পূর্ববর্তী আলোচনার সূত্র ধরে বিশ্বযুদ্ধোত্তর বাসস্থান সংকট ও সমাধান বাংলা নাটকে যে প্রভাব বিস্তার করেছিল তার একটি সার্বিক মূল্যায়নের প্রয়োজনেই উপসংহারের পরিকল্পনা।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

ক। আকর গ্রন্থ :

তুলসী লাহিড়ী	নাট্য সমগ্র, প্রজ্ঞা বিকাশ, কলকাতা, ২০১২
দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধায়	ত্রি নাট্যম, পুস্তকালয়, কলকাতা, ১৯৫৪
বিজন ভট্টাচার্য	রচনা সংগ্রহ , দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা , ২০০৮
ঋত্বিক ঘটক	দলিল
উৎপল দত্ত	নাটক সমগ্র(১ম, ২য়, ৩য় , ৪থ, ৫ম , ৬ঠ, ৭ম , ৮ম ৯ম এবং ১০ম খণ্ড), মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, ভাদ্র ১৪০৫।
বিধায়ক ভট্টাচার্য	তেরশো পঞ্চাশ, ইন্ডিয়ান পাব্লিসিটি সোসাইটি, আগস্ট ১৯৪৫
বাদল সরকার	নাটক সমগ্র(১ম, ২য়, ৩য় খণ্ড) , মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, শ্রাবন ১৪১৬
মনোজ মিত্র	নাটক সমগ্র(১ম, ২য়, ৩য় , ৪থ, ৫ম , এবং ৬ঠ, খণ্ড), মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, ভাদ্র ১৪০২।

খ। সহায়ক গ্রন্থ :

অজিতকুমার ঘোষ	বাংলা নাটকের ইতিহাস' দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা , ২০০৫
আশুতোষ ভট্টাচার্য	বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস (১ম খণ্ড)' এ, মুখার্জি অ্যান্ড কোঃ প্রাঃ লিঃ, কলকাতা , তৃতীয় সংস্করন-১৯৬১
শম্ভু মিত্র	প্রসঙ্গ নাট্য, ডিসেম্বর ১৯৭১, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, কলকাতা।
শম্ভু মিত্র	অভিনয় নাটক মঞ্চ, আশ্বিন ১৩৬৪, সত্যব্রত লাইব্রেরি, কলকাতা।

দিলীপকুমার মিত্র, আধুনিক ভারতীয় নাটক, জানুয়ারী ২০০৫, দে'জ, কলকাতা।

শাঁওলী মিত্র ত্রস্ত সময় ধ্বস্ত সংস্কৃতি, মাঘ ১৪০৬, এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ, কলকাতা।

গ। পত্র-পত্রিকা :

কালান্তর ১	২৫/০৪/১৯৭৬
কালান্তর ২	০৪/০৪/১৯৮৬
কালান্তর ৩	০৯/০৭/১৯৮৮
কালান্তর ৪	১৯৭৯
গণশক্তি ১	০৩/০৪/১৯৮৬
গণশক্তি ২	১৯৯০
গণশক্তি ৩	১৯৯৮
গণনাট্য ১	মার্চ, ১৯৯০
গণনাট্য ২	০৮/০৭/১৯৯০

তত্ত্বাবধায়কের স্বাক্ষর

Asst. Professor
Dept. of Bengali
University of North Bengal

মল্লিকা ঘনিগ্রহী
০৭/১১/২০২৩
গবেষকের স্বাক্ষর